



অরিন্দম চক্রবর্তী একজন আমরণ বিদ্যার্থী। দীক্ষাগুরু শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ছাড়াও বিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগের বিশ্বের সাতজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিককে ঘনিষ্ঠ শিক্ষাগুরু হিসেবে পেয়েছিলেন অরিন্দম চক্রবর্তী; যাঁরা সাতজন সাতরকমের মানুষ হলেও তাঁদের দুটি বিষয়ে মিল। প্রত্যেকেই আদর্শ মানুষ। আর প্রত্যেকেই অপারিসীম স্নেহ করতেন বা করেন অরিন্দমকে। অধ্যাপক প্রণবকুমার সেন, স্যার পিটার স্ট্রসন, স্যার মাইকেল ডামেট, পণ্ডিত বিশ্ববন্ধু তর্কতীর্থ, পদ্মভূষণ বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, আর আজো আছেন অধ্যাপক প্রত্নাদাচার (বর্তমানে যাঁর সন্ন্যাস নাম স্বামী বিদ্যাশ্রীশতীর্থ) এবং অধ্যাপক প্রবাল কুমার সেন।

ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলায় বারোটি দর্শনের গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। প্রকাশিত হয়েছে শতাধিক প্রবন্ধ। ২০১৯-এ তাঁর বহু প্রতীক্ষিত এবং বহু প্রশংসিত বই ব্রুমস্‌বেরি লন্ডন থেকে প্রকাশিত *Realisms Interlinked* (2019)। *অনুষ্ঠাপ* থেকে প্রকাশিত *ভাতকাপড়ের ভাবনা* এবং *কয়েকটি আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস* ২০১৪ সালে আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত। ২০১৯ সালে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি দেন।

ISBN 978-81-949721-0-5

মূল্য ৭০০ টাকা



অরিন্দম চক্রবর্তী সক্রিয় দার্শনিক।
তীক্ষ্ণ-মধুর লেখা, চিন্তার প্রাঙ্গণ
বিশাল, দৈনন্দিন খুঁটিনাটি থেকে,
সামাজিক সমস্যার আনাচ-কানাচ
ঘুরে, দেশি-বিদেশি ন্যায় মীমাংসা
সমাধানের বিদগ্ধ পরিসর অবধি।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক

বড়ো বেদনার মতো

অরিন্দম চক্রবর্তী

বড়ো বেদনার মতো
যন্ত্রণার দর্শন

অরিন্দম চক্রবর্তী

কী সেই ‘জেগে ওঠা’ যার দরুন সিদ্ধার্থ গৌতম ‘বুদ্ধ’ হলেন? এই জাগরণ মানে হল চারটি সত্যের বোধ— বোধি। চারটিই জন্ম-জরা-মরণ-পীড়িত প্রাণীদের দুঃখঘটিত। দুঃখ আছে, দুঃখের কারণশৃঙ্খল আছে, দুঃখের এই আগুনকে পুরোপুরি নিভিয়ে দেওয়া সম্ভব, দুঃখনিবৃত্তির একটা রাস্তা— একটা আচরণীয় উপায় আছে।

যে অনুভূতিটা হওয়ামাত্রই মনে হয় এটা চলে যাক— সেই প্রতিকূলবেদনীয় যাতনাকেই বলে দুঃখ। এই ‘যাতনা কাহারে বলে’, তা নিয়েই স-তর্ক ধ্যান করা হল এই বইয়ে। ব্যথা যেমন আমাদের ‘লাগে’— তেমন অনেক সহদয়ের টান-টান হৃদয়তারে সেতারের অনেক স্বরে গড়ানো মীড়ের মতন ‘বেজে ওঠে’ আমাদের অস্বুট স্মৃতিমেদুর বেদনা। বাস্তবিক থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত কবিরা তাই কষ্ট নিয়ে কবিতা লিখে আমাদের প্রাণ শূন্য করে ভরিয়েছেন। খারাপ-ভালোর অতীত সেই আত্মির নাদ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রাণ-নিংড়ানো যোগিয়া-কাল্যাণ্ডার গান— ‘বড়ো বেদনার মতো, বেজেছ’।

সূচী পত্র

প্রাক-পদ্য: কষ্টেসৃষ্টে	৯
‘বড়ো বেদনার মতো’ গান রচনার ইতিহাস— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১১
প্রথম অধ্যায়	
দুঃখের কথা	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	
ব্যথায় কথা যায় ডুবে: ঈশ্বরের বেদনা	৩৬
তৃতীয় অধ্যায়	
ব্যথার বেদন, কবিতার কষ্ট ও দার্শনিকের দুঃখ	৫৮
কবিতা সংগ্রহ-১	
বিনয় মজুমদারের কষ্ট	৯৫
কেউ বোঝে না	৯৭
তুমির তুমি	৯৮
হাঁসজারু	৯৯
সঙ্-গচ্ছ ধ্বম্	১০১
বোঝার বোঝা	১০৩
দুঃখের দরকার	১০৬
কি রাগ? ‘শ্রী’রাগ	১০৮
পরম তুমি	১০৯
কে তুমি	১১১
চতুর্থ অধ্যায়	
অন্যের দুঃখ	১১২
পঞ্চম অধ্যায়	
খারাপ সময়	১৩৩

ছয় অধ্যায়

জয় তব বিচিত্র আনন্দ: ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য রস-দর্শনে দুঃখ-সত্য ১৬৪

সপ্তম অধ্যায়

এই দুঃখময় বেঁচে থাকার মানে কি: ব্যাস-ভাষ্য ১৯০

অষ্টম অধ্যায়

স্বপ্ন ও মৃত্যু এবং স্বপ্নের মধ্যে মৃত্যু ২০৩

নবম অধ্যায়

মাথা খারাপ: ক্ষিপ্ত বড় স্বাভাবিক নয় ২২৯

দশম অধ্যায়

“এত চুপি চুপি কেন কথা কও”: মরণরসিক রবীন্দ্রনাথ ২৫৬

একাদশ অধ্যায়

হিংসা, অহিংসা, আনুশংস্য: দ্বৈপায়নের দ্বন্দ্ব ২৭০

দ্বাদশ অধ্যায়

“দয়ধ্বম্”: নৃশংসতার বিরুদ্ধে মহাভারত থেকে এরিক ফ্রম্ ৩০৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জন্মের প্রথম (অ)শুভক্ষণ ৩২৮

চতুর্দশ অধ্যায়

আহারের দর্শন: খাদ্য-খাদকের ব্রহ্মাণ্ড ৩৪২

পঞ্চদশ অধ্যায়

শোক, শ্লোক, মৃত্যু, সত্য ৩৬১

ষোড়শ অধ্যায়

ব্যথার স্নায়ু এবং অশ্রুবিজ্ঞান ৩৭৬

কবিতা সংগ্রহ-২

ব্যথার বরফপাত ৩৮৯

চলার অভিজ্ঞতা ৩৯০

যে শহর বিনীত সদাই— গার্সিয়া লোরকা থেকে অনুবাদ ৩৯১

বাঁচতে পারি ৩৯২

ক্লান্তির পাঁচালী ৩৯৩

আমি যদি অন্য কেউ হতাম ৩৯৫

প্রাক-পদ্য: কষ্টেস্টে

ব্যথায় আওয়াজ করি। আর্তির সে নাদকেই বলি “আর্তনাদ”।
অথচ ব্যথার যেই ভিতরের অনুভূতি, তার থেকে শব্দটন্দ বাদ।
কথা বাদ দিয়ে শুধু ব্যথাটাকে নিলে

কি থাকে? চোখের জল? ছটফটানি?
মুখের বা ললাটের আকুঞ্চন? সব কিছু মিলে
বেশ বুঝি মনে হয় নিকট জনের কষ্ট। ভ্যান গথ্ ঐঁকেছেন
বুড়োটিকে যে দু’হাতে ঢেকে নিজ মুখ
চেয়ারে ওই যে ঝুঁকে, ওই নগ্না মেয়েটি যে
হাঁটুতে গুঁজেছে মাথা, কি তার অ-সুখ?
দুটি দেহে দুইটি যন্ত্রণা খুবই সদৃশ হতেই পারে
কি করে নিশ্চিত যাবে জানা?

তবু করি ব্যথার অ-শিবগীত গেয়ে গেয়ে
দর্শনের ঢেঁকীশালে অজস্র তর্কের ধান ভানা।
‘এত কষ্ট হতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি’— বলি তা বোঝাতে
যা অকল্পনীয়
স্বপ্নকালে সত্যিই কি ভাবি কিছু? যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা স্বীয়—
যার কষ্টে কষ্ট পাই সেই প্রিয়জন বিন্দুবিসর্গও টেরও পাবে না
—ভাবা যায়?

আমার ব্যথায় কেউই ব্যথাই পেল না, ভেবে হয়!
স্বপ্নেই দ্বিগুণ হয় পীড়া— যেন ভাগ করে না নিলেই বাড়ে
সেই কষ্টে সৃষ্টি হয় ‘কষ্টেস্টে’ মনে হয় যেন চুপিসাড়ে

সমস্ত চিন্তার গর্ভে প্রশ্ন থাকে, সমস্ত প্রশ্নের মূলে পীড়া
তাই কষ্ট নিয়ে ভাবি, বলি, লিখি ছেড়ে দিয়ে
সংকোচের বিহীনতা
ব্রীড়া।

স্বপ্নকালে সত্যিই কি ভাবি কিছু?
ভাবার প্রতীয়মান আভাসকে বলা যায় ভাবা?
বাস্তবিক স্বপ্নে ভাবা বিচ্ছেদশংকাতে দুঃখ অনুভব করেছি কি?
জাগরণ কালে যত ভাবি তত সংশয়ের থাবা
স্বপ্নদের মত সব অনুভূতি স্মৃতিতেই নীরব চরণে—
ছাপ ফেলে চলে যায়। তাই জেগে ভাবি আজ আমিও গোপনে,
“প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে”— এই রবীন্দ্রসংগীতে
খেয়ে হতাশ হোঁচট
হয়তো প্রেমেরই এক নামান্তর ‘সংশয়’
একথা ভেবে শুষ্ক হয় ঠোঁট
‘আমি একা হতেছি আলাদা’
—নাকি তোমরা-অন্যেরা-ওরা
তোমাদেরও বুকে লাগে চোট
আসলেই যন্ত্রণা, না যন্ত্রণার ভ্রম শুধু— অবভাস—
শুধু ব্যথা ‘লাগা’?
যুক্তি নয়, বোঝা নয়, জানা বা অজানা নয়
শুধু বন্ধু টের পাবে আমার কষ্টটি
এই প্রতীক্ষায় ব্যর্থ রাত জাগা।

“... ‘বড়ো বেদনার মতো’ গানের সুরটা ঠিক হয়তো মজলিসি বৈঠকি নয়। ... এ-সব গান যেন একটু নিরালায় গাবার মতো। সুরটা যে মন্দ হয়েছে এমন আমার বিশ্বাস নয়, এমন-কি ভালো হয়েছে বললে খুব বেশি অতুষ্টি হয় না। ও গানটা আমি নাবার ঘরে অনেক দিন একটু একটু করে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছিলুম—নাবার ঘরে গান তৈরি করবার ভারী কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমত নিরালা, দ্বিতীয়ত অন্য কোনো কর্তব্যের কোনো দাবি থাকে না—মাথায় এক-টিন জল ঢেলে পাঁচ মিনিট গুন্ গুন্ করলে কর্তব্যজ্ঞানে বিশেষ আঘাত লাগে না—সব চেয়ে সুবিধা হচ্ছে কোনো দর্শকসম্ভাবনা-মাত্র না থাকাতে সমস্ত মন খুলে মুখভঙ্গী করা যায়। মুখভঙ্গী না করলে গান তৈরি করবার পুরো অবস্থা কিছুতেই আসে না। ওটা কিনা ঠিক যুক্তি-তর্কের কাজ নয়, নিছক ক্ষিপ্তভাব। এ গানটা আমি এখনও সর্বদা গেয়ে থাকি—আজ প্রাতঃকালেও অনেক ক্ষণ গুন্ গুন্ করেছি, গাইতে গাইতে গভীর একটা ভাবোন্মাদও জন্মায়। অতএব এটা যে আমার একটা প্রিয় গান সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ...এখানে আমি একলা খুব মুগ্ধ এবং তন্দ্রাত চিত্তে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে গেয়ে থাকি, এবং জীবন ও পৃথিবীটা একটি সূর্যকরোজ্জ্বল অতি সূক্ষ্ম অশ্রুবাষ্পে আবৃত হয়ে সাতরঙা ইন্দ্রধনুরেখায় রঞ্জিত হয়ে দেখা দেয়—প্রতিদিনের সত্যকে চিরদিনের সৌন্দর্যের মধ্যে তর্জমা করে দেওয়া যায়, দুঃখকষ্টও আভাসময় হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাজাদপুর ১০ জুলাই। ১৮৯৩।